হত কম্পাসের সূচক-রিডিংকে। উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে আরো বিমূর্ত, আরো বিজ্ঞানসম্মত ট্রিগোনোমেট্রি-ভিত্তিক জরিপের পদ্ধতি চালু হয়। কম্পাসের সূচক ধরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গার ভৌগোলিক দূরত্ব চেন দিয়ে মাপার প্রয়োজন আর রইল না। তার বদলে পাহাড়ের মাথা থেকে কিংবা মিনারের চূড়া থেকে কোনো জায়গার কৌণিক দূরত্ব মেপে নিয়ে, একটা 'বেস লাইন' মেপে নিয়ে, তারপর তার ভিত্তিতে একের পর এক কাল্পনিক ত্রিভুজমালার অন্যান্য ভুজগুলোর দৈর্ঘ্য অঙ্ক কষে বার করে নেওয়া হত। উনিশ শতকে বেন্থাম সার্বিক শাসনের যে-সর্বাত্মক বীক্ষণের কল্পনা করেছিলেন, স্পষ্টতই তার সঙ্গে এই ত্রিভুজমালা-পরিমাপের সম্পর্ক আছে। ফুকো এই জিনিসটাকেই শৃঙ্খলবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের আদর্শ কল বলেছিলেন। যেমন এক্ষেত্রে উঁচু উঁচু স্থানে অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ সার্ভেয়াররা যেন অনেক ওপর থেকে-দেখা পরিসরের এক প্রভুত্বকারী, শাসনকারী দৃশ্য রচনা করতেন। কিন্তু এড্‌নি দেখিয়েছেন যে 'এই আদর্শ সর্বাত্মক বীক্ষণপন্থী জরিপ কার্যক্ষেত্রে রূপায়িত করার সাধ আর সাধ্যের মধ্যে' মাঝে মাঝেই বড়ো বড়ো ফাঁক থাকত, সংঘাতও বাধত। আধুনিকতাবাদী বীক্ষণ 'কখনোই অতখানি সর্বগ্রাসী . . . অতখানি কার্যকর হতে পারত না।' এই ত্রিভুজমালা- পরিমাপের খরচ অনেক, সে তুলনায় টাকার জোগান প্রায়ই বেশ কম ছিল। স্থানীয় সংবাদদাতাদের সঙ্গে মাঝেমাঝেই বোঝাপড়া আর আপোস করতে হত। সামরিক অভিযান চালানো আর ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তর জন্য জরিপের কাজে সর্বভারতীয় গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে-র (১৮১৮-৪৩) কার্যকারিতা কিন্তু আগেকার মাটিতে-হাঁটা সার্ভের তুলনায় আসলে কম ছিল। তাই, এড্‌নির মতে ত্রিভুজমালা-পরিমাপের পদ্ধতি বেছে নেওয়ার পিছনে যে-বাধ্যবাধকতাটা কাজ করেছিল তা যত না ব্যাবহারিক তার চেয়ে হয়তো বেশি মতাদর্শগত। এর সঙ্গে সবচেয়ে বড়ো সম্পর্কটা ছিল ব্রিটিশদের আত্ম-প্রতিচ্ছবির। তারাই যে শাসক উচ্চবর্গ, তারা যে সার্বিক নজরদারি আর নিয়ন্ত্রণের জায়গায় আছে, এই আত্মবিশ্বাসটাকে জোরদার করার কাজে এটা সহায়ক ছিল। নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার কতকগুলি ধরণ ভারতীয়দের সম্বন্ধে ঔপনিবেশিক শাসকদের ধ্যানধারণাগুলোকে নির্দেশিত করত। এর সঙ্গে কিন্তু প্রভুদেশের শাসকশ্রেণীর পুরুষরা তাদের নিজের দেশে শ্রমিক আর নারীদের প্রতি যে-মনোভাব পোষণ করত, তার বিশেষ ফারাক ছিল বলে মনে হয় না। অন্তত উনিশ শতকের গোড়ার দিক সম্বন্ধে একথাটা বলা যেতেই পারে। এতসব দ্বিধা সত্ত্বেও এড্‌নি কিন্তু মনে করেন যে মানচিত্র আঁকার পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক-পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আরোপ করার ফলে ওই ক্ষেত্রে বেশ জোরালো 'আধুনিকতামুখী' ধাক্কা লেগেছিল। তাঁর এই মত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কপিল রাজ। তাঁর বক্তব্য হল, প্রভুদেশের আর উপনিবেশের সমমাত্রিক ঘটনাবলির

shot on moto g⁸ plus
Prasenjit's photography